দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 MAY 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

81

'পরীক্ষার খাতা বদলঃ শিক্ষা বোর্ড নীরব কেন' সম্পর্কে কিছু কথা

গত ১৬ই এপ্রিল খবর পত্রিকার 'চিঠিপত্র' কলামে পরীক্ষায় দুর্নীতি সম্পর্কে 'পরীক্ষার খাতা বদলঃ শিক্ষা বোর্ড নীরব কেন' শিরোনামে চিঠি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমরা জানতাম পরীক্ষার হলেই কেবল নকল হয়। হলের বাইরে খাতা লিখে সে বদল খাতা বোর্ডে পাঠানো হয় এমন জালিয়াতি আমাদের জানা ছিল না।

পত্র লেখক লিখেছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর অধীনে ১৯৮৬ সনে অনুষ্ঠিত ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে ৯ জন পরীক্ষার্থী বাইরে থেকে উত্তরপত্র লিখে জমা দেয়। এতে ধনবাড়ী কলেজের জনৈক শিক্ষকসহ কতিপয় কর্মচারী সহায়তা করে। আমরা জানি না শিক্ষক নামধারী উক্ত জনৈক শিক্ষকের এটা একটি নিয়মিত ব্যবসা কি-না। পত্র লেখকের বর্ণনা থেকেই জানা গেলো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেব বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। উক্ত সনে ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকাও তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের মারফত পেয়েছেন। সুতরাং পরীক্ষার খাতা বদল অর্থাৎ পরীক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাথে কারা কারা যুক্ত ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাহেবের তা অবশ্যই অজানা নেই। তবে তিনি কেন ঐ ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা আশা করি, অতি দ্রুত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যাপারে দোষীদের কঠোর শাস্তিদান করবেন।

পত্র লেখক লিখেছেন, ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। তবে কি ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ খাতা বদলের মত গুরুতর সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িতদের রক্ষার কর্তৃপক্ষ হয়েছেন? প্রত্যেক কলেজের মতোই ঐ কলেজের নিশ্চয়ই একটি পরিচালনা পরিষদ আছে। পরিচালনা পরিষদেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব কম নেই। আমরা আশা করবো ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধা প্রদানকারী দুর্নীতিবাজ অশুভ চক্রের অবসান ঘটাতে এগিয়ে আসবেন।

ফজলুর রহমান
দিঘপাইত, জামালপুর।